আজকের কাগজ

তারিখ 18 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

19

শিক্ষকরা গম নিয়ে ব্যস্ত

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির লাটে ওঠার দশা

নিউজ মিডিয়া ঃ শিক্ষকদের গম বন্টন নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ভিলেজ পলিটিকস, বন্টন জটিলতার কারণে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি ব্যর্থ হতে চলেছে। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করার কারণে সারা দেশে এক হাজারেরও বেশি স্কুলে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামেগঞ্জের বেশিরভাগ স্কুলে পড়াশুনা হচ্ছে না। শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও গম বন্টন নিয়ে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ছেন। এ পরিস্থিতি ব্যাহত থাকলে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হবে।

কুমিল্লা জেলার ৩টি থানা-নাঙ্গলকোর্ট, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রামে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা গেছে, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ এবং সংকট দেখা দিয়েছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বাররাও এতে জড়িয়ে পড়ছেন। অনেক স্কুলে বন্টন সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষ খাদ্য কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। গরীব ছাত্রদের জন্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও গ্রামের বিত্তবান অভিভাবকরাও গমের দাবিদার হয়ে সংকট সৃষ্টি করছে। নাঙ্গলকোর্টের আশীরপাড় ও নিশ্চিন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, অনেকে জোরপূর্বক তাদের সন্তানদের নাম কর্মসূচির তালিকায় নেয়ার পর থানা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস থেকে অনেক নাম বাদ দেয়া হয়। জানা গেছে, তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়া ছাত্রদের অভিভাবকরা স্কুলে এসে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। চেয়ারম্যান এবং শিক্ষকদের একটি মহলও এ কর্মসূচির গম থেকে তাদের কমিশন নিয়ে যান। যার কারণে সত্যিকারের গরীব ছাত্রদের বড় অংশ গম পায় না। তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করে লাভও হয় না। লাঙ্গলকোর্ট থানার ১০টি স্কুলে বর্তমানে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য'র কর্মসূচি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। একই অবস্থা বিরাজ করছে লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম থানায়ও। গ্রামে-গঞ্জে পড়াশোনার চেয়ে গম রাজনীতি বেশী জমে উঠেছে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাদের অভিযোগ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই বললেই চলে।